মাধ্যমিকের রেকর্ড সৃষ্টিকারী ফল এবং 'ভাল' স্কুল 'খারাপ' স্কুল

এবার এসএসসি পরীক্ষার ফল বেশ চমক সৃষ্টি করেছে। এবার পাসের হার অন্য বছরগুলোর তুলনায় বেশি। রেকর্ড পরিমাণে দাঁড়িয়েছে। এবার পাস করেছে ৭২ দশমিক ১৮ ভাগ। মাধ্যমিকের এই ফলে দেখা গেল জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪১ হাজার ৯১৭ জন। উল্লেখ করা যেতে পারে, গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৩২ হাজার ৬৪৬। ২০০৪-এ এই সংখ্যা ছিল ৯৮৮৬। এবার পরীক্ষা দিয়েছিল ১০ লাখ ৬ হাজার ৫৬৯ জন। পাস করেছে ৭ লাখ ২৬ হাজার ৫৬৩ জন। গত বছর ২৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করেনি, এবার এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমে ৯১টিতে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কারের সংখ্যা ২০০২ সালে ছিল ৩৬ হাজার। এ বছর তা দাঁড়িয়েছে ৭০৭ জনে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৯৮৫। সব মিলিয়ে এবার ভাল সাফল্য —এতে সন্দেহ নেই। যারা পাস করেছে তাদের বাড়িতে আনন্দ উল্লাস। তারা প্রবেশ করল নতুন পর্যায়ে— জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় পার হয়ে তারা প্রবেশ করবে নতুন আরেক পর্যায়ে। সেই স্বপ্ন তাদের চোখে।

এসএসসির ফলে যে সাফল্য দেখা গেল এক কথায় তা খুবই আশাব্যঞ্জক। এতে একটা বিষয় বোঝা যাচ্ছে, দেশে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বেড়েছে। বহু ছেলেমেয়ে শিক্ষামুখী, স্কুলমুখী হচ্ছে। লেখাপড়ায় এগিয়ে আসছে নবপ্রজন্মের ছেলেমেয়েরা। এটা খুব আশার কথা, উৎসাহের কথা, আনন্দের কথা। কিন্তু এখানে একটি বিষয় স্মরণ করা যেতে পারে, আমাদের দেশের এমন অনেক শিশু এখন স্কুলে পড়ার বয়সে পৌঁছেছে যারা স্কুলে যায় না। এদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এরা ছড়িয়ে আছে সারা দেশে। জীবনের সূচনাতেই এদের অনেকেই কাজ জুটিয়ে নিয়ে কাজ করছে। বাড়িতে, দোকানে, বাজারে, ছোটখাটো কোন কারখানায় বা অন্য কোন ব্যবসায়িক কাজে এরা নিজেদের জড়িয়ে নিয়েছে এতে জীবিকার জন্য ওদের এসব কাজ। ওদের বয়সী সবাই যদি নিয়মিত স্কুলে পড়ত তাহলে কিছুদিন পর ওরাই এসএসসি পরীক্ষায় যথাসময়ে অংশ নিতে পারত এই পর্যায় পার করে উচ্চ পর্যায়ে কিন্তু সেটা এই দরিদ্র দেশে সবার পক্ষে সম্ভব নয়, এটাই আপসোসের কথা। আমরা দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কথা বলি। সবাইকে সাক্ষর করতে হবে— বলি একথা। কিন্তু যারা এখনও স্কুলে যাচ্ছে না, বইখাতার সঙ্গে যাদের এখনও কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি বা বাড়িতে অ-আ-ক-খ খানিকটা কিছুদিন শেখার পর ওখানেই ওদের লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটেছে— তাদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজটা কেমন করে হবে? তাদের কেউ কেউ হয়ত অক্ষরগুলোই চেনে? আর তেমন বেশি কিছু নয়। তারা কি এতেই সাক্ষর হয়ে যাবে? নাকি তারা আর লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাবে না? তারা এই অবস্থায় থেকে গেলে শিক্ষা থেকে দূরেই তো থেকে যাবে!

আরও একটা কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যাপারে অনেক কর্মসূচী, উদ্যোগ নেয়া হয়েছে একথা ঠিক। শিক্ষার জন্য অনেক বরাদ্দও দেয়া হয়। ছেলেমেয়েরা যাতে স্কুলে আসে, ঝরে না পড়ে সে জন্য নানা সুবিধার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এ সবে কাজ যে কিছু হয়নি তাও নয়। ছেলেমেয়েরা বেশি সংখ্যায় স্কুলে আসছে। পড়ায় উৎসাহ পাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বাড়ছে। সামগ্রিক চিত্রটি এদিক থেকে ভাল। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি এসব আনন্দের কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু এখনও তো আরও অনেক কিছু করার রয়েছে। যারা এখনও স্কুলে যায় না, যাওয়ার সুযোগ নাই, যারা এখনও বইখাতা পেন্সিল থেকে অনেক দূরে— যে সব ছেলেমেয়ে কি অশিক্ষিতই থেকে যাবে? ওরা কি ওভাবেই বড় হবে?

এটা একবিংশ শতাব্দী। অজ্ঞানের অন্ধকার একদা জুড়ে বসেছিল আমাদের জনপদগুলোয়। সে অন্ধকার দূর করতে হলে চাই ব্যাপক শিক্ষার আলো। চাই জ্ঞান। আমাদের স্বাধীন দেশ। স্বাধীন দেশের জনগণ আমরা। আমাদের দেশকে এগিয়ে নিতে গেলে সবচাইতে বেশি প্রয়োজন শিক্ষা, শিক্ষিত মানুষ, জ্ঞানী মানুষ, আলোকিত মানুষ। সারা পৃথিবী জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এগিয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশ নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতির অনেক উঁচু পর্যায়ে নিয়ে চলেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ বহুদূর এগিয়ে গেছে। আমাদের অবশ্যই এগিয়ে যেতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে? এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে শিক্ষিত মানুষ। এগিয়ে যাওয়ার পথ আলোকিত করতে পারে

নিয়ামত হোসেন

শিক্ষা। সে জন্য শিক্ষার উপর আমাদের আরও বেশি জোর দিতে হবে। যারা পড়ছে তারা যাতে সঠিকভাবে শিক্ষা পায়, সেটা নিশ্চিত রাখতে হবে। স্কুল থেকে পাস করে যারা বের হচ্ছে তারা সবাই যথাযথ শিক্ষা পেয়েছে কিনা এ প্রশ্ন ওঠে। ওরা শিক্ষার একটা পর্যায়ে রয়েছে। ঐ পর্যায় অনুযায়ী ওদের জ্ঞান থাকার কথা। কিন্তু ঐ পর্যায় যারা পার হলো তারা কি সবাই ঐ পর্যায়ের জ্ঞানের অধিকারী। এখানেই আসে শিক্ষার মানের প্রশ্ন। আমাদের দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যারা শিক্ষা শেষে বের হয় তারা কি যথাযথ মানের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে নাকি সঠিক মানের শিক্ষা পায়?

একটা কথা এখানে বলে নেয়া ভাল। আমাদের তরুণদের অনেকেই অত্যন্ত মেধাবী। অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী। তারা অনেক কিছু জানে, পড়ে। ক্লাসের পড়ার বাইরেও তাদের নানা বিষয়ে নানা দিকে জ্ঞানার্জনের আগ্রহ অনেক বেশি। তারা সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত, মেধাবী ছেলেমেয়ে। কিন্তু সারা দেশে সবার ক্ষেত্রে তাই কি বলা যাবে? শুধু স্কুল কেন আরও উঁচু পর্যায়ের এমন অনেক ছাত্র পাওয়া যাবে যাদের শিক্ষার মান বিবেচনায় নিলে দুঃখ হওয়ার কথা। অনেক কিছুই তারা জানে না, অন্য ভাষায় কিছু লেখা বা বলা দূরের কথা। মাতৃভাষাতেও দু'পাতা শুদ্ধ করে কিছু লিখতে পারে না! নিজেরা নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যেই বের হলো, ব্যস, শিক্ষার সঙ্গে বিশেষ করে বইয়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সেই থেকে শেষ হয়ে গেল। তার পর তাদের অনেকেই জীবনে কোন বই কিনবে না, পড়বে না, হাতে নেবে না, কোনদিন লাইব্রেরিতে যাবে না। এই ব্যাপারটা এখনকার কারও ব্যাপারেই নয়, এই ব্যাপারটা দেশের সবসময়েরই বাস্তব সত্য। শিক্ষার কাজ হলো মনে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে দেয়া। আরও পড়তে উৎসাহ সৃষ্টি করা, আরও বইয়ের দিকে, আরও জ্ঞানের দিকে ছাত্রকে ঠেলে দেয়া। আমাদের শিক্ষা কি সবার জন্য এই প্রণোদনা সৃষ্টি করতে পারে?

আরও একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে। ছেলেরা লেখা-পড়ার দিকে যদি না ঝোঁকে, সেটা কি ছেলেমেয়েদের দোষ? বাড়িতে সমাজে সবখানে সে পরিবেশ থাকতে হবে, যাতে ছেলেমেয়েরা পড়ার দিকে ঝুঁকবে! আমাদের বহু গ্রামে শিশুদের জন্য এমন এমন বিদ্যালয় আছে যে সব বিদ্যালয় শিশুদের জন্য মোটেই আকর্ষণীয় নয়। যেমন, কোন স্কুলে জরাজীর্ণ ঘর। কোথাও মেঝেতে ফাটল। কোথাও খেলার মাঠ নেই। কোন কোন স্কুল অনেক কিছু ঠিকঠাক আছে কিন্তু ছেলেদের সবার বসার বেঞ্চি নেই। কেউ কেউ বসে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে বা মেঝেতে আসন পেতে বসে ক্লাস করে। এমনি নানা ধরনের সমস্যা। স্কুলের একটি ভবন তৈরি হয়েছে কয়েক বছর আগে। কিন্তু কয়েক বছর না যেতেই ফাটল ধরেছে বা ঐ ধরণের কিছু লক্ষণ দেখা গেছে— এমন ঘটনাও রয়েছে। এমনি সব নানা সমস্যা বেশ কিছু স্কুলে রয়েছে, এমন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকার খবরে। হয়ত খবর হওয়ার পর সে সব এখন মেরামত করা হয়েছে বা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা হয়েছে, এটা আশা করা যায়।

বাংলা মাতৃভাষা তাই মাতৃভাষা শুদ্ধ সুন্দর এবং সঠিকভাবে এবং সঠিক উচ্চারণে শেখা উচিত। কিন্তু দেখা যায়, অনেক ছাত্র স্কুল থেকে পাস করে বের হলেও বাংলা লিখতেও ভুল করে, পড়তে অর্থাৎ উচ্চারণ করতেও ভুল করে। ইংরেজী শেখা আমাদের জন্য খুবই দরকার। আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুকিছু জানতে হলে ইংরেজী ভালভাবে জানা চাই, শেখা চাই। কিন্তু ছেলেমেয়েরা বছরের পর বছর ইংরেজী পড়ছে বা শিখছে। পড়া শেষ করে দেখা যায়, বহুজনই ইংরেজী ভালমতো শিখতেই পারেনি। যা পড়বে, যা শিখবে, যেটুকু শিখবে— ভালমতোই শিখবে— এটাই আসল বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু কী দেখা যায়? দেখা যায়, অনেক ছাত্র আসলে অনেক বিষয়ে কাঁচা। এটা কি শুধু ছাত্রের দোষ? না তা হতে পারে না। সব স্কুলে ভালমতো শিক্ষা দেয়া হলে পড়ানো হলে, পড়ানোর আগ্রহ সৃষ্টি করা হলে ছেলেটি অত কাঁচা থাকত না। এই স্কুল ভাল, এটা ভাল নয়— আমাদের দেশে এই যে একটা ব্যাপার আছে— এটা অবশ্যই থাকা উচিত নয়। ছেলেমেয়েরা, তাদের অভিভাবকরা ভাল স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করতে চান। সেখানে হয় ভর্তি যুদ্ধ। সে যুদ্ধে যারা 'জেতে' তাদের মনে আনন্দ হয়। কিন্তু যে ছেলে বা মেয়ে 'হেরে' যায় জীবনের শিক্ষার ঐ সূচনালগ্নে তার মনটা কেমন হয়? সে জন্য ভাল স্কুল খারাপ স্কুল এমন হওয়া বা থাকা উচিত নয়। সব স্কুলকেই ভাল হতে হবে। যে কোন স্কুলে যে কোন ছাত্র ভর্তি হবে— সেখানেই সে প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাবে— এটাই হওয়া উচিত। সে জন্য স্কুলগুলোর দিকেও এ ব্যাপারে আরও বেশি দৃষ্টি দেয়া উচিত।

আগের বছরগুলোয় বেশ কিছু স্কুল থেকে কোন ছাত্রই পাস করেনি। এবার তেমন স্কুলের সংখ্যা কমেছে। এটা একদিকে আনন্দের কথা হলেও এ প্রশ্ন কি উঠবে না— কেউ পাস করেনি এমন স্কুলের সংখ্যা একটাই বা হবে কেন? পাস করতে না পারা শুধু কি ছাত্র বা ছাত্রীর দোষ? তারা স্কুলে যায় পড়াশোনা করতে, তাহলে তারা কি পড়াশোনা করল, কি শিখল?

এবারের চমক সৃষ্টি করা এসএসসির ফল, সবার জন্য আনন্দদায়ক হলেও আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও অনেক অসামঞ্জস্য, অনেক সমস্যার কথা কারও কারও মনে জাগতে পারে। সে অসামঞ্জস্য, সমস্যা দূর করে শিক্ষার ক্ষেত্রটিকে সঙ্কট ও সমস্যামুক্ত করতে হবে, কারণ শিক্ষালয়গুলোই আমাদের বড় ভরসা, ওগুলো আমাদের ছেলেমেয়েদের 'মানুষ' হিসাবে গড়ে তোলার কারখানা, বলেই বিবেচিত। এসএসসিতে সাফল্য অর্জনকারী সকলের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা।

দৈনিক জনকণ্ঠ
3 JUL 2005